স্যামের মৃত্যু

চৌদ্দ বছর বয়সে মারা গেল স্যাম। স্যামকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে কুশ্রী কুকুর। তাই বলে বিশ্বজুড়ে কদর কম নয়। অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী রয়েছে তার। স্যামের মৃত্যুর খবর পরিবেশন করেছে সব আন্তর্জাতিক মিডিয়া। কদাকার চেহারার জন্য তারকাখ্যাতি পাওয়া স্যামকে নিয়ে লিখেছেন হাসান মূর্তাজা

সুন্দরের বেসাতি সব সময়। পথে পথে, ঘাটে ঘাটে। অসুন্দরের? কলিকালে তা-ও বিকোয়। না হলে লোলচর্ম, নেড়িকুত্তা স্যামকে নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে এতে শোরগোল কেন?

বিশ্বের সারমেয়কুলের মধ্যে সবচেয়ে কদাকার ছিল স্যাম। মুখের কথা না। আর দশটা প্রতিযোগীর সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে 'ওয়ার্ল্ডস আগলিয়েস্ট ডগ' বা 'বিশ্বের কুশ্রীতম কুকুর' প্রতিযোগিতায় পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সে। সেই স্যাম আর নেই। গত হয়েছে ক'দিন আগে। ১৪ বছর বয়সে। কিন্তু বেঁচে থাকতে স্যামকে নিয়ে যে মাতামাতি তা মৃত্যুর পর যেন আরো বেড়েছে। স্যাম নেই বলে চোখের পানি ফেলছেন অনেকে। স্যামের জন্য এলিজিও লেখা হয়েছে কয়েক প্রস্ত। আর স্যামের ওয়েবসাইট SamUgliestDog.com? সেটা তো বরাবরের মতোই হিট!

পশুক্লেশ নিবারণী সংস্থার লোকজন 'চাইনিজ ক্রেস্টেড' জাতের এই কুকুরটিকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল। সংস্থাটি ধরেই নিয়েছিল লোমহীন, চাঁচাছোলা স্যাম দেখতে এতোটাই বিশ্রী যে, কেউ তাকে 'দত্তক' নেবে না। অভাগার কপাল খোলে ছ'বছর আগে। স্যামকে ঘরে নিয়ে আসে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারার সুসি লকহিড। স্যামের আগমনে সুসির বয়ফ্রেন্ড পালিয়ে যায়। কিন্তু অলক্ষ্যেই লক্ষ্মীর আগমন ঘটে। ভদ্রমহিলা বেশ বুঝেছিলেন হুজুগে মার্কিনিদের নাড়ি। কুৎসিত কুকুরের প্রতিযোগিতায় নিয়ে যান স্যামকে। সেখানে বাজিমাৎ। ২০০৩ সাল থেকে টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন। এ দেশের অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো নেড়িকুত্তার কপালে যা কস্মিনকালেও জোটে না, তাই জুটেছে স্যামের ভাগ্যে। রীতিমতো তারকা বনে যায় সে।

ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড 'ডেইলি মিররে' ছাপা হয় স্যামের কাহিনী। তাকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে জাপানি টিভি, নিউজিল্যান্ডের রেডিও। ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয় টকশোতেও হাজির হয় স্যাম। এ ছাড়া ক্যালেন্ডারের পাতা, টি-শার্ট, কফির মগেও শোভা পেতে থাকে স্যামের ছবি। স্যামকে ভালোবেসে উপহার পাঠাতে থাকে ভক্তরা। কাগজে লেখা হতে থাকে প্রবন্ধ। চারপাশে স্যামের জয়জয়কার। মৃত্যুর পরও দেখা যায় একই অবস্থা। এপি, সিএনএন, রয়টার্সসহ প্রায় সবগুলো গণমাধ্যম গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করে তার মৃত্যুর খবর।

সুসি স্যামকে প্রথমবার এনেছিলেন মাত্র ৪৮ ঘন্টার জন্য। সুসির কথায়, চেহারা বদখত হলেও দারুণ মিষ্টি আচরণ স্যামের। কাজেই তাকে ভালোবেসে ফেলেন। এমনকি ইন্টারনেটে স্যামের সাথে সুসির ছবি দেখে এক ভদ্রলোক প্রেমেও পড়ে যান। বলা যায়, সুসির প্রেমের ঘটক স্যামই। বিষণ্ন সুসি জানিয়েছেন, এখন তার দিন কাটছে স্যামের প্রিয় খেলনা বুকে আগলে। এই খেলনা ভালুকটি স্যাম মুখে করে নিয়ে এসেছিল রাস্তা থেকে।

পশ্চিমাদের নির্জলা পশুপ্রীতির অনেক উদাহরণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু স্যাম? গত তিন মাসে স্যামের ওয়েবসাইটে হিট হয়েছে ৪ কোটি বার। হুজুগপ্রিয় মার্কিনিদের পাগলামি যে এক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়েছে তা বলাই বাহুল্য।